তোরের কাগজ

AUG 07 2002

পুরো ঘটনা প্রকাশ পেলে মানুষ ছিঃ ছিঃ করতো

তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিতে এসে শামসুন্নাহার হলের নৈশ প্রহরীরা

কাগজ প্রতিবেদক : শামসুন্নাহার হলে বিপুলসংখ্যক পুরুষ পুলিশ প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষক শামসুন্নাহার এবং নৈশপ্রহরীরা।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে গতকাল সাক্ষ্য এবং লিখিত বক্তব্য দিতে এসে তারা বলেন, ঐ রাতে হলের ভেতর পুরুষ পুলিশ প্রবেশ করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। পুলিশ মেয়েদের সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা কল্পনাও করা যায় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলের একজন নৈশপ্রহরী বলেন, ঐ রাতে আসলে যা ঘটেছিল তার সবটাই যদি ঠিকমতো প্রকাশ পেতো তাহলে সারাদেশের মানুষ ছিঃ ছিঃ করতো। হলের অন্য নৈশপ্রহরীরা বলেন, বর্তমান প্রভোস্ট হাবীবা খাতুন তাদের নিজেদের ক্ষতি হয় এমন কিছু কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন।

গতকাল নায়েম ভবনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে আসেন শামসুন্নাহার হলের সহকারী আবাসিক শিক্ষিকা শামসুন্নাহার। তবে কমিশন গতকাল তার সাক্ষ্য নেয়নি বলে তিনি জানান। বিচারপতির কক্ষে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি ঐ রাতে হলে পুরুষ পুলিশ প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো কিছু বলতে গেলে শামসুন্নাহারের পাশে বসা একজন তাকে ইশারা দিয়ে থামিয়ে দেন। পরে বিচারপতির কক্ষ থেকে বের হয়ে ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, আমি কিছুই গোপন করবো না। সব কিছুই তদন্ত কমিশনের কাছে উল্লেখ করবো। তিনি আবার বলেন, পুলিশের কর্মকর্তা ছাড়াও অনেক পুরুষ পুলিশ হলে প্রবেশ করেছিল তবে ঠিক কতোজন তা বলতে ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

(বাঁ থেকে) তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছেন এডিসি (দক্ষিণ) আব্দুর রহিম, ২৩ জুলাই রাতে হলের তালা ভাঙা হয়েছিল কিনা তা পরখ করছেন বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম, সাক্ষ্য দিতে আসা হলের নৈশ প্রহরীরা —ভোরের কাগজ

রমনার ওসির বক্তব্য প্রত্যাখ্যান অন্য দুই কর্মকর্তার

২৩ জুলাই শামসুন্নাহার হলে প্রবেশ প্রসঙ্গে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে প্রবেশের কথা অস্বীকার করেছেন পেট্রোল ইন্সপেক্টর হামিদুর রহমান এবং সার্জেন্ট আনোয়ার। সাংবাদিকদের তারা বলেন, আমরা হলে প্রবেশ করিনি। কেউ যদি এ কথা বলে থাকেন সেটা ঠিক নয়। উল্লেখ্য, রমনা থানার সদ্য বদলিকৃত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান বলেছিলেন, ইন্সপেক্টর হামিদ ও সার্জেন্ট আনোয়ার ঐ রাতে হলে প্রবেশ করেছিলেন।

এদিকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সদ্য বদলিকৃত অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) আবদুর রহিম বলেছেন, চাকরির বিধান অনুযায়ী আমি কিছু বলতে পারি না। অন্যদিকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার জহুরুল হক এবং উপপুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) এম আকবর আলী বলেছেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হলে পুলিশ পাঠিয়েছি। আর আমরা ঘটনার সময় স্পটে ছিলাম না। সুতরাং তারা কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে পুলিশদের ব্যবহার করেছে তা আমরা বলতে পারবো না।

ধানমন্ডির নায়েম ভবনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে সাক্ষ্য দেওয়ার ● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫